অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

ইসলামী দলগুলোও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায়

উম্মুল ওয়ারা সুইটি

সলামী দলগুলোর পক্ষ থেকেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি উঠছে। তারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করার জন্য জামায়াতের আমির মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদসহ দলের অন্যদের বিচার দাবি করেন। একইসঙ্গে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী দল হওয়ার কারণে তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা এবং তাদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার দাবিও তোলেন। তারা বলেন, এক সময়ে যারা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরোধিতা করেছিল তারা কোনোভাবেই ক্ষমা পেতে পারে না। এদেশে তাদের রাজনীতি করারও অধিকার নেই। ইসলামের নামে জামায়াত রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করছে। ফলে যেসব ইসলামী দল বাংলাদেশের সংবিধান ও গণতন্ত্রকে সমুন্নত রেখে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী তাদের ওপর জনগণ আস্থাহীন হয়ে পড়ছে। ইসলামী দলের নেতারা প্রধান উপদেষ্টা ও সেনাপ্রধানের কাছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চেয়েছেন। এছাড়া কয়েকটি ইসলামী দলের পক্ষ থেকে জামায়াতের বিতর্কিত নেতাদের বিচারের দাবিতে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা তৈরির প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

সূত্র মতে, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, তিন খণ্ডে বিভক্ত খেলাফত আন্দোলনের দুই অংশ, খেলাফত মজলিসের একাংশ, আহমদিয়া জামায়াত, তরিকত ফেডারেশন, জাকের পার্টি, বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোটের দুই অংশসহ ওলামা মাশায়েখদের বিভিন্ন অংশ থেকে জামায়াতের সেক্রে টারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের সাম্প্রতিক বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিচারের দাবি জানানো হয়। তবে জামায়াতকে রাজনৈতিক দল হিসেবে বা ধর্মভিত্তিক দল হিসেবে চিহ্নি ত না করে শুধু যুদ্ধের সময়কার ভূমিকার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তারা।

ইসলামী দলগুলোর শীর্ষ নেতাদের অভিযোগ, জামায়াতের নেতারা মুক্তিযুদ্ধের সময় যেভাবে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, লুট করেছে, নারীর সম্ভ্রম কেড়ে নিয়েছে তা পুরোপুরি ইসলামবিরোধী। তারা সেনাপ্রধানের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, দেশের প্রচলিত আইন বা বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে হলেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা উচিত। এটা কোনো ক্ষমা বা রাখঢাকের বিষয় নয়।

নেতারা বলেন, জামায়াত ধর্মের নামে ব্যবসা করছে। জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছে তারা। কারণ তারা ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে সুদ নিচ্ছে অথচ স্বীকার করছে না। ইসলামের নাম ভাঙিয়ে তারা অনবরত ব্যবসা করে চলেছে।

ইসলামী দলের নেতারা সম্প্রতি একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে জামায়াত নেতা ইসলামী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান শাহ আবদুল হান্নানের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে 'দেশে সিভিল ওয়ার হয়েছিল' বক্তব্যকে ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য বলে অভিহিত করেছেন। তারা বলেন, এই বক্তব্যের পর আর জামায়াত সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। জামায়াতের গঠনতন্ত্রে তাদের কেন্দ্রীয় অফিসের ঠিকানা লেখা নেই। কারণ তাদের অফিস পাকিস্তানে। যুদ্ধের পরও জামায়াতপন্থিরা ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য প্রকাশ্যে কাজ করেছে। বর্তমান সরকার যদি এই বিচারকাজ সম্পন্ন করতে পারে তাহলে যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। ইসলামী দলের নেতারা, সবক'টি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সম্মিলিত জনমত তৈরির আহ্বান জানান। বর্তমান সরকার যদি বিচার না করে তাহলে প্রত্যেক দলের উচিত 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হবে'– নির্বাচনী ইশতেহারে এ সংক্র ান্ত ঘোষণা দেওয়া।

ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মিছবাহুর রহমান চৌধুরী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শিগগিরই শুরু করতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের কোনো পিছুটান নেই। মতিউর রহমান নিজামী ও মুজাহিদসহ জামায়াতের যুদ্ধাপরাধীদের সবাই চেনে। তারা যে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দেবে সেই দলের রাজনীতি করার কোনো অধিকার থাকতে পারে না।

ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশের মহাসচিব আবদুল লতিফ নেজামী বলেন, কে যুদ্ধাপরাধী, কে অপরাধী নয় তা রাষ্ট্রের বিষয়। মুজাহিদ কেন এ ধরনের কথা বলেছেন তা তিনিই জানেন। এটা আমাদের বিষয় নয়।

খেলাফত আন্দোলনের একাংশের সচিব জাফরুল্লাহ খান বলেছেন, আমরা ওলামা ইকরামগণ সবসময়ই বলে আসছি, জামায়াত কখনো সত্যিকারের ইসলামী আদর্শের দল নয়। তারা মওদুদীর আদর্শে বিশ্বাসী। তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামীকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নয়, যুদ্ধাপরাধের কারণে নিষিদ্ধ করতে পারে।

এদিকে দেশে ও দেশের বাইরে মুজাহিদের বক্তব্যের প্রতিবাদ ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি অব্যাহত রয়েছে। গতকাল রোববার দেশ ও দেশের বাইরে থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে পাওয়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তারা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

জাস্টিস ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড ১৯৭১ অস্ট্রিয়া গতকাল মুজাহিদের বক্তব্যের প্রতিবাদে ভিয়েতনামে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বলে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমা প্রকৌশলী পরিষদ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা আইনজীবী পরিষদ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, মুক্তিযোদ্ধা পল্লী সোসাইটি, বঙ্গবন্ধু সাংস্ক তিক জোট, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, জাতীয় চার নেতা পরিষদ, মুক্তিযোদ্ধা পরিবার কল্যাণ পরিষদ, প্রজন্ম একাত্তরের পক্ষ থেকে সাইফুজ্জামান বাদশা, আজিজুর রহমান, রফিকুল আলম মুকুল, শেখ মাইনুদ্দিন, বসির আহমেদ বশির, ইমরোজ সোহেল অপুসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করেন।

Print

Editor: Abed Khan
Published By: A.K. Azad, 136, Tejgaon Industrial Area, Dhaka - 1208,
Phone: 8802-9889821,8802-988705, 9861457, 9861408, 8853926 Fax: 8802-8855981, 8853574,
E-mail: info@shamokalbd.com
If you feel any problem please contact us at: webinfo@shamokalbd.com
Powered By: NavanaSoft